কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।''

আর সেই মহাকাব্যের দুরবস্থা ঘটেছে এভাবে,—

'মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পারের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।''

সেকাল : রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন কালিদাস। অন্যত্র বহুস্থলে কালিদাসের কাব্য, নাটক নিয়ে ভাবগম্ভীর বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু 'সেকাল' কবিতায় কবি আশ্চর্য কৌশলে সরস ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন সে কালের কথা।

বারোটি স্তবকে বিন্যস্ত কবিতার সূচনায় কবি জানিয়েছেন যদি কালিদাসের কালে জন্ম হতো তাঁর তবে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় তিনি দশম রত্ন হতেন। রাজার অনুগ্রহ পেয়ে কবি যেস্থানে যে গৃহ পাবার প্রত্যাশা দেখিয়েছেন তা মেঘদূতের ভাবনা যুক্ত। মন্দাক্রান্তার ধীর মন্থর চালে চলে যেত তাঁর জীবন। কালিদাসের আছে 'ঋতুসংহার' কাব্য—কবিও রচনা করতেন ছয় ঋতুর অপরূপ গীত। আর 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' লিখতেন মেঘদূত। সংস্কৃত সাহিত্যে এ কবি প্রসিদ্ধি আছে যে পদাঘাত ছাড়া অশোকফুল ফোটে না, সুন্দরীর মুখের কুলকুচা ছাড়া বকুল ফোটে না। 'কুমারসম্ভব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতিতে এ তথ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।'

কবিতাটির পরবর্তী অংশে আছে সুন্দরীর বেশবাস এবং রূপচর্চার প্রসঙ্গ। 'মেঘদূত' কাব্যের উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে সেকালের রমণীদের কেশ বিন্যাসের সুন্দর বর্ণনা আছে,—

''হস্তে লীলাকমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব-রজসা পাণ্ডুতাম্ আননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবক; চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদ্-উপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।।''

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রইত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।"

সেকালের রমণী কেয়াফুলের রেণু মাখত—কপোলে বক্ষে লাগাত কুমকুম কস্তুরী দিয়ে রচনা করা চিত্র। বিবাহের সময় যে বস্ত্র পরত তার আঁচলের কোণে হংসমিথুনের ছবি থাকত আঁকা,—

'আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।'

পূর্ব ও উত্তর মেঘে বিরহিণী নারীর যে ছবি রয়েছে বিরহিণীর রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সেকালের রমণীদের সব আচরণই ছিল মধুর। তারা পুষত ময়ূর, কপোত, শুক, সারি—শকুন্তলার মতো আমগাছের আলবালে জলসেচন করত। এভাবে কালিদাসের কাব্যের নাটকের নানা নায়িকার ছবি আঁকার পর কবি কিছুটা হা হুতাশ করেছেন কালিদাসের কালে জন্ম না নেবার জন্য। কবিতাটির শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন সাহিত্যের চিরন্তনত্বের প্রসঙ্গটি। কালিদাস কোনকালে জন্মেছেন এ কথা বড় নয়—বড় হলো তাঁর সাহিত্য সে যুগ অতিক্রম করে এসে সে সাহিত্য এ যুগেও দিচ্ছে তার গভীর উপলব্ধির স্বাদ। তাই কালিদাসের জন্মকাল নিয়ে বিবাদ করা বৃথা,—

"হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ-সাল।"

সে যুগে জন্মগ্রহণ না করে কবির যে লাভ হয়েছে সে কথাও প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন তিনি। লাভটা এখানেই যে কালিদাস আজ বেঁচে নেই অথচ তিনি জীবনের আস্বাদ পাচ্ছেন বেঁচে আছেন বলে,—

'কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।'

কালিদাসের কালের কাব্যের স্বাদ তাঁর রচনার দ্বারা তিনি এখনও পাচ্ছেন। কিন্তু কালিদাসের পক্ষে এই কালের কাব্যের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কোনোমতেই। এখানেই পরে জন্মগ্রহণ করে সেকালের কালিদাসকে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি।

প্রতিজ্ঞা : এ কবিতার মুখ্য বিষয় জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। কবি তাপসের জীবন তথা সন্ন্যাসীর জীবনকে গ্রহণ করতে রাজী নন—কেননা জীবনের পরম স্বাদ তাতে মেলে না। নারীপ্রেমের সঙ্গে সম্পর্কহীন তাপসের জীবন। অথচ তিনি তপস্বিনী ছাড়া তাপস হতে চান না। তিনি একথাও জানিয়েছেন,—